১৭-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিশাল বুদ্ধি স্বরূপে সম্পূর্ণ বিশ্বকে দুঃখধাম থেকে সুখধামে, পতিত থেকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে, নিজের সময় ব্যর্থ নষ্ট না করে সঞ্চয় করতে হবে"

প্রশ্নঃ- এই জ্ঞান মার্গে হেলদি অর্থাৎ সুস্থ কে এবং আনহেলদি অর্থাৎ অসুস্থ কে ?

উত্তর :- হেলদি সে যে বিচার সাগর মন্থন করে জীবনে রমনীয়তার অনুভব করে আর আনহেলদি সে যে বিচার সাগর মন্থন করেনা। যেমন গরু ঘাস খেয়ে সারা দিন জাবর কাটে , মুখ চলতেই থাকে। মুখ না চললে ধরে নেওয়া হয় অসুস্থ , এইটাও ঠিক তেমনই ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা বেহদের বাবার কাছে আসে রিফ্রেশ হতে কারণ বাচ্চারা জানে বেহদের বাবার কাছে বেহদ বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এই কথা কখনো বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এই কথাটি যদি সর্বদা স্মরণে থাকে তাহলেও বাচ্চাদের অপার খুশীর অনুভূতি হবে। বাবা এই ব্যাজ বা পরিচয়-চিহ্নটি যে বানিয়েছেন, সেই চিহ্নটি চলতে ফিরতে দেখতে থাকো। ওহো ! ভগবানের শ্রীমৎ অনুসারে আমরা এই রূপে পরিণত হচ্ছি। ব্যাস ব্যাজ দেখে বাবা , বাবা করতে থাকো। তাহলেই সর্বদা স্মৃতি থাকবে। আমরা বাবার দ্বারা এই লক্ষ্মী নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হই। তাই বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত তাইনা। মিষ্টি বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধি চাই। সারা দিন যেন সার্ভিসের সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়। বাবাকে অমন বাচ্চা চাই যারা সার্ভিস ছাড়া থাকতে পারেনা। বাচ্চারা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের চারিদিকে ঘেরা দিতে হবে অর্থাৎ পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বকে দুঃখধাম থেকে সুখধামে পরিণত করতে হবে। ভালো স্টুডেন্টদের দেখে টিচারদেরও পড়াতে ভালো লাগে। তোমরা তো এখন স্টুডেন্ট হওয়ার সাথে উঁচু মানের টিচারও হয়েছ । যত ভালো টিচার , ততই অন্যকে নিজ সম করে তুলবে। কখনো ক্লান্ত হবেনা। ঈশ্বরীয় সার্ভিসে অনেক খুশী অনুভব হয়। বাবার সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই হল বেহদের বৃহৎ ব্যবসা -- ব্যবসায়ীরা ধনী হয়। তারা এই জ্ঞান মার্গেও বেশি উদ্দীপ্ত হয়। বাবাও বেহদের ব্যবসায়ী কিনা। এই সওদা খুবই ফার্স্ট ক্লাস, কিন্তু এই মার্গে অনেক সাহস ধারণ করতে হয়। নতুন বাচ্চারা পুরনোদের চেয়ে পুরুষার্থে এগিয়ে যেতে পারে। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাগ্য আছে, সুতরাং পুরুষার্থও প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে করতে হবে। নিজের সম্পূর্ণ চেকিং করা উচিত। এমন চেকিং যারা করে তারা রাত দিন পুরুষার্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তারা বলবে আমরা আমাদের সময় নষ্ট কেন করব , যত সময় আছে সঞ্চয় করা যাক। নিজের সঙ্গে পাকা প্রতিজ্ঞা করে আমরা বাবাকে কখনও ভুলবনা। স্কলারশিপ নিয়েই পাস করব। এমন বাচ্চাদের অনেক সাহায্যও প্রাপ্ত হয়। এমন নতুন পুরুষার্থী বাচ্চাদের তোমরা দেখবে , সাক্ষাৎকার করবে। যেমন শুরুতে হয়েছে তেমনি শেষের দিকেও দেখবে। যত কাছে আসবে ততই আনন্দে নাচতে থাকবে। আর ঐ দিকে রক্তের খেলাও চলতে থাকবে।

বাচ্চারা তোমাদের ঈশ্বরীয় রেস চলছে। যত এগিয়ে যাবে ততই নতুন দুনিয়ার দৃশ্য সামনে দেখতে পাবে। খুশী বাড়তে থাকবে। যারা সামনে দৃশ্য দেখতে পাবেনা তাদের খুশীর অনুভূতিও হবেনা। এখন তো কলিযুগী দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য ও সত্যযুগী নতুন দুনিয়ার সঙ্গে অনেক প্রীতি থাকা উচিত। শিববাবা স্মরণে থাকলে স্বর্গের বর্সাও স্মরণে থাকবে। স্বর্গের বর্সা স্মরণে থাকলে শিববাবাও স্মরণে থাকবে। তোমরা বাচ্চারা জানো এখন আমরা স্বর্গের দিকে এগিয়ে চলেছি , পা- দুটি নরকের

দিকে, মাথাটি স্বর্গের দিকে। এখন তো ছোট বড় সবারই বাণপ্রস্থ অবস্থা। বাবার সর্বদা এই নেশা থাকে ওহো ! আমরা গিয়ে বালক কৃষ্ণের রূপ ধারণ করব । যার জন্য কন্যারা এডভান্সে উপহার পাঠাতে থাকে। যাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয় আছে সেই গোপীকারা উপহার পাঠায় , তাদের অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয়। আমরা-ই অমর লোকের দেবতা হব। কল্প পূর্বেও আমরা-ই হয়েছিলাম তারপর আমাদের-ই ৮৪ বার পুনর্জন্ম হয়। এই ডিগবাজি (বাজোলী) খেলাটি স্মরণে থাকলেও সৌভাগ্য -- সর্বদা অপরিসীম খুশীতে থাকো। বড় লটারী প্রাপ্ত হচ্ছে। ৫ হাজার হাজার বছর পূর্বেও আমরা রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করেছিলাম আগামী কাল আবার প্রাপ্ত হবে। ড্রামায় অন্তর্ভুক্ত আছে। যেমন কল্প পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছি তেমনই করব। তারা-ই আমাদের মাতা পিতা হবেন। যিনি কৃষ্ণের পিতা ছিলেন তিনিই হবেন। এমন ভাবে সারাদিন বিচার সাগর মন্থন করতে থাকলে অনেক রমনীয়তায় থাকবে। বিচার সাগর মন্থন না করলে তাকে ধরা হবে আনহেলদি। গরু ঘাস খায় , সারাদিন জাবর কাটে মুখ চলে। মুখ না চললে ধরে নেওয়া হয় অসুস্হ , এখানেও ঠিক সেরকম।

বেহদের বাবা ও ঠাকুরদা দুই জনেরই মিষ্টি বাচ্চাদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা আছে কত স্নেহ পূর্ণ ভাবে পড়ান। শ্যাম থেকে গৌর বর্ণে পরিণত করেন। তাই বাচ্চাদের খুশীর পারদ তুঙ্গে থাকা উচিত। পারদ তুঙ্গে থাকবে স্মরনের যাত্রা করলে। বাবা কল্প কল্প স্নেহপূর্ন ভাবে লাভলী সার্ভিস করেন। পাঁচ তত্ব সহ সবাইকে পবিত্র করেন। কত বিশাল এই বেহদের সেবা। বাবা খুব স্নেহ সহ বাচ্চাদের শিক্ষা দেন কারণ বাচ্চাদের ঠিক করা পিতা বা শিক্ষকের কাজ। বাবার শ্রীমৎ দ্বারা শ্রেষ্ঠ হবে। যত ভালোবেসে স্মরণ করবে তত শ্রেষ্ঠ হবে। এইটি চার্টে লেখা উচিত আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলি নাকি স্ব মত অনুসারে। শ্রীমৎ অনুসারে চললেই তোমরা একুরেট হবে। যত বাবার সঙ্গে প্রীত বুদ্ধি হবে ততই গুপ্ত খুশী অনুভব হবে, উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এতটাই অপার খুশীর অনুভব হয় কি ! বাবাকে এত-টাই ভালোবাসি আমরা ! ভালোবাসা মানে-ই স্মরণ করা। স্মরণের দ্বারা এভারহেলদি, এভারওয়েলদি হবে। পুরুষার্থ করতেই হয় অন্য কারো স্মৃতি যেন না আসে। একমাত্র শিববাবা-ই যেন স্মরণে থাকে, স্ব দর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে যেন প্রাণ দেহ থেকে বেরোয়। একমাত্র শিববাবা আর কেউ নয়। এইটাই হল শেষ মন্ত্র অথবা বশীকরণ মন্ত্র , রাবণকে পরাজিত করার মন্ত্র।

বাবা বোঝান মিষ্টি বাচ্চারা এত সময় তোমরা দেহ অভিমানে থেকেছ এখন দেহী অভিমানী হওয়ার প্র্যাক্টিস কর। দৃষ্টির পরিবর্তন হওয়াই হল নিশ্চয় বুদ্ধির প্রমাণ চিহ্ন। দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে নিজেকে গডলি স্টুডেন্ট ভাবো, আত্মা ভাই-ভাই এর দৃষ্টি যেন হয়ে যায় , তবেই ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী স্বরূপে ভাই-বোনের দৃষ্টি পাকা হয়ে যাবে। ভোরবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করো -- ঘুম এসে গেলে জমা হবেনা ক্ষতি হয়ে যাবে। অমৃতবেলায় উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথোপকথন বা রুহ রিহান করো। বাবা আপনি আমাকে কি থেকে কি করে দিয়েছেন , বাবা সবই আপনার কামাল । বাবা আমাদের অসীম খাজানা প্রদান করেছেন , বিশ্বের মালিক করেছেন ! বাবা আমরা আপনাকে কখনো ভুলতে পারবো না। ভোজন গ্রহণ করাকালীন, কর্ম সম্পাদন করাকালীন আপনাকেই স্মরণ করব। এমন প্রতিজ্ঞা করতে থাকলে স্মরণ পাকা হয়ে যাবে। মোস্ট বিলাভেড অর্থাৎ অতি প্রিয় বাবা হলেন নলেজফুলও , ব্লিসফুলও। নম্বর ওয়ান পতিত থেকে নম্বর ওয়ান পবিত্রে পরিণত করেন। ব্যাস, মিষ্টি বাবার স্মরণে গদগদ হয়ে থাকা উচিত। বাবা কে এইভাবে স্মরণ করলে অন্তরে আনন্দ খুশীর অনুভব হয়। ওহো! আমি ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু রূপ ধারণ করব ! তারপরও আবার

৮৪ জন্মের পর ব্রহ্মা রূপ ধারণ করব ! তখন বাবা পুনরায় বিষ্ণু রূপে পরিণত করবেন। আবার অর্ধকল্প পর রাবণ পতিতে পরিণত করবে! কি ওয়ান্ডার ফুল ড্রামা ! এই স্মৃতিতে থেকে সর্বদা আনন্দিত থাকি ! শিববাবা কতখানি যোগ্য করে তুলেছেন । বাঃ ভাগ্য বাঃ ! এমন এমন বিচার করে একেবারে নেশায় মত্ত হয়ে যাওয়া উচিত। বাঃ ! আমরা স্বর্গের মালিক হই ! বাকি আমরা খুব ভালো সার্ভিস করি, শুধুমাত্র এইটুকুতেই খুশী হয়োনা। প্রথমে গুপ্ত সার্ভিস নিজের এই স্মরনের সার্ভিস করতে থাকো। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে , এতেই তোমাদের কল্যাণ হবে। অভ্যাস হয়ে গেলে তোমরা ক্ষণে ক্ষণে অশরীরী অনুভব করবে। আজ বাবা বিশেষ করে এই পয়েন্টে জোর দিয়ে বলছেন , যে অভ্যাস করবে সে-ই কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাবে এবং উঁচু পদ মর্যাদা লাভ করবে। এই অবস্থায় বসে থেকে বাবাকে স্মরণ করতে করতে ঘরে ফিরে যাই। দিন প্রতিদিন স্মরণের চার্ট বাড়িয়ে যাওয়া উচিত। দেখতে হবে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কত পার্সেন্ট হয়েছে ? কাউকে দুঃখ দাও না তো ? কোনো দেহধারীর প্রতি বুদ্ধি আটকে নেই তো ? বাবার সংবাদ কতজনকে দাও ? এমন চার্ট রাখো তাহলেই অনেক উন্নতি হতে থাকবে। আচ্ছা ।

দ্বিতীয় মুরলি :--

আজ বাচ্চারা তোমাদের সঙ্কল্প , বিকল্প , নিঃসঙ্কল্প বা কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের বিষয়ে বোঝান হচ্ছে। যতক্ষণ তোমরা এখানে আছো ততক্ষণ তোমাদের সঙ্কল্প অবশ্যই সৃষ্টি হবে। সঙ্কল্প ধারণ না করে কোনো মানুষ একটি সেকেন্ডও থাকতে পারবেনা। এবারে এই সঙ্কল্প এখানেও চলবে অর্থাৎ সৃষ্টি হবে , সত্যযুগেও চলবে আর অজ্ঞানকালেও চলে , কিন্তু জ্ঞানে আসার পর সঙ্কল্পগুলি সঙ্কল্প থাকেনা , কারণ তোমরা পরমাত্ম সেবায় নিমিত্ত হয়েছ , ফলে যজ্ঞ অর্থে যে সঙ্কল্প চলে সেসব সঙ্কল্প গুলি সঙ্কল্প নয় বরং সেসব হল নিঃসঙ্কল্প। বাকি যেসব ফালতু সঙ্কল্প উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কলিযুগী সংসার ও কলিযুগী মিত্র আত্মীয় স্বজনদের প্রতি যে সঙ্কল্প গুলি উৎপন্ন হয় সেসবই হল বিকল্প যার দ্বারা বিকর্মের সৃষ্টি হয় এবং বিকর্মের দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয়। বাদ বাকি যজ্ঞের প্রতি অথবা ঈশ্বরীয় সেবার প্রতি যে সঙ্কল্প চলে সেসব হয় নিঃসঙ্কল্প। শুদ্ধ সঙ্কল্প সেবার প্রতি অবশ্যই চলবে। দেখো বাবা এখানে বসে আছেন তোমাদের পালনার জন্যে। তো এই সার্ভিস করবার জন্য মাতা পিতার সঙ্কল্প নিশ্চয়ই চলবে কিন্তু এই সঙ্কল্প গুলি সঙ্কল্প নয় .... এর দ্বারা বিকর্মের রচনা হয়না , কুনতু যদি কোনো বিকারী সম্বন্ধের প্রতি সঙ্কল্প সৃষ্টি হয় তবে বিকর্মের সৃষ্টি অবশ্যই হয়। বাবা তোমাদের বলেন মিত্র আত্মীয় স্বজনদের ভালাই সার্ভিস করো কিন্তু অলৌকিক ঈশ্বরীয় দৃষ্টি রেখে। সেখানে মোহের অনুভূতি যেন না আসে। অনাসক্ত হয়ে নিজের কর্তব্য পালন করো। কিন্তু যদি কেউ এখানে থাকা সত্ত্বেও , কর্ম সম্বন্ধে থাকা সত্ত্বেও তার থেকে মুক্ত হতে পারছেনা তবুও তাদের বাবার হাত ছাড়া উচিত নয়। হাত ধরে থাকলে যা হোক কিছু একটা পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবেই। এবারে প্রত্যেকে নিজের মধ্যে অবস্থিত বিকারের সম্পর্কে তো জানে ! যদি কারো মধ্যে একটি বিকারও আছে তার মানে সে হল দেহ অভিমানী , কারণ যার মধ্যে বিকার নেই সে হল দেহি অভিমানী। কারো মধ্যে কোনো রকম বিকার থাকলে তাকে দন্ড ভোগ করতে হবে আর যে বিকার বিহীন হবে সে দন্ড ভোগ থেকে মুক্তি পাবে। যেমন দেখো কোনো কোনো বাচ্চাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ নেই তারা সার্ভিসও খুব ভালো করতে পারে। এখন তাদের খুবই জ্ঞান বিজ্ঞানময় অবস্থা , তখন তো তোমরাও সবাই ভোট দেবে। এখন যেরকম আমি জানি তেমনই তোমরা সবাই জানো ভালোদের সবাই ভোট দেবে। এবারে এই কথাটি নিশ্চয় করে নাও যাদের মধ্যে বিকার আছে তারা সার্ভিস

করতে পারবেনা। যারা বিকার বিহীন হয় তারা সার্ভিস করে অন্যদের নিজ সমান গড়ে তুলতে পারবে তাই নিজের সাবধানতার প্রতি সতর্ক হওয়া উচিত। বিকারের উপরে সম্পূর্ণ জয় লাভ করা উচিত। বিকল্পের উপরে পূর্ন বিজয় প্রয়োজন। ঈশ্বর অর্থে সঙ্কল্প গুলিকে নিঃসঙ্কল্প রাখতে হবে।

বাস্তবে নিঃসঙ্কল্প স্থিতি তাকে বলা হয় যখন সঙ্কল্পের সৃষ্টি হবেনা, সুখ দুঃখ থেকে নির্লিপ্ত থাকবে, সেই স্থিতি তখন হবে যখন তোমরা হিসাব নিকাশ মিটিয়ে চলে যাবে, সেখানে সুখ দুঃখের আভাস থেকে নির্লিপ্ত থাকবে কোনো রকম সঙ্কল্প সৃষ্টি হবেনা। সেই সময় কর্ম অকর্ম দুই স্থিতির ঊর্ধ্বে অকর্মী স্থিতিতে অবস্থান কর।

এখানে তোমাদের সঙ্কল্প নিশ্চয়ই উৎপন্ন হবে কারণ তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে শুদ্ধ করার নিমিত্ত হয়েছ। তার জন্যে তোমাদের শুদ্ধ সঙ্কল্প নিশ্চয়ই উৎপন্ন হবে। সত্যযুগে শুদ্ধ সঙ্কল্প সৃষ্টি হওয়ার দরুন সেই সঙ্কল্প গুলি সঙ্কল্প নয় , কর্ম গুলি কর্ম নয় , সেসব অকর্ম হয়ে যায়। বুঝলে। এবারে এই কর্ম , অকর্ম ও বিকর্মের গতি তো বাবা-ই বোঝান। বিকর্ম থেকে মুক্ত কেবল একমাত্র বাবা করতে পারেন যিনি এই সঙ্গমে তোমাদের পড়াচ্ছেন তাই বাচ্চারা নিজেদের উপরে খুব খবরদারি রাখো। নিজের হিসাব নিকেশ দেখতে থাকো। তোমরা এখানে এসেছ হিসাব নিকেশ মিটিয়ে দিতে। এমন তো নয় এখানে এসে হিসাব নিকেশ নতুন করে রচনা করবে ফলে কঠিন দন্ড ভোগ করতে হবে। এই গর্ভ জেলের দণ্ডও কিছু কম নয়। তাই বেশি পুরুষার্থ করতে হবে। এই লক্ষ্যটি খুব কঠিন তাই সাবধান হয়ে চলতে হবে। বিকল্প গুলিকে পরাজিত করতে হবে। এখনও কতদূর তোমরা বিকল্পের উপরে জয় লাভ করেছ , কতদূর নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় অর্থাৎ সুখ দুঃখ থেকে নির্লিপ্ত স্থিতিতে অবস্থান করছ , এইসব তোমরা নিজেকে জানতে পারো। যে নিজেকে বুঝতে পারেনা সে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে কারণ তোমরা হলে ওনার উত্তরাধিকারী তাই উনি বলে দেবেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অমৃতবেলায় উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি রুহ-রিহান অর্থাৎ কথোপকথন করতে হবে, ভোজন গ্রহণ করাকালীন, কর্ম সম্পাদন করাকালীন বাবার স্মরণে থাকতে হবে, দেহের সম্বন্ধ ভুলে আত্মা রূপে ভাই-ভাই এর দৃষ্টি পাকা করতে হবে।

২) বিকল্প গুলিকে (অপবিত্র চিন্তন) পরাজিত করে সুখ দুঃখ থেকে নির্লিপ্ত হয়ে নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় থাকতে হবে। নিয়মানুযায়ী সকল বিকারের আহুতি দিয়ে যোগ যুক্ত হতে হবে।

বরদান :- দিব্য গুণ রূপী প্রভু প্রসাদ গ্রহণকারী ও বিতরণকারী সঙ্গমযুগী ফরিস্তা তথা ভবিষ্যতের দেবতা হও ।

ব্যাখা: দিব্য গুণ হল সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রভু প্রসাদ। এই প্রসাদ বেশি করে বিতরণ করো, যেমন একে অপরকে স্নেহ বশতঃ স্থূল টোলি অর্থাৎ স্থূল প্রসাদ খাওয়াও, ঠিক তেমনই এই গুণ রূপী প্রসাদ

খাওয়াও। যে আত্মার যে শক্তির প্রয়োজন তাকে নিজের মনস্কামনা অর্থাৎ শুদ্ধ বৃত্তি দ্বারা শক্তির দান কর এবং কর্ম দ্বারা গুণ মূর্তি স্বরূপে, গুণ ধারণ করতে সাহায্য করো। ফলে এই বিধি দ্বারা সঙ্গমযুগের যে লক্ষ্য আছে - "বর্তমানের ফরিস্তা তথা ভবিষ্যতের দেবতা" এই স্বরূপটি সহজেই সকলের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভাবে দৃশ্যমান হবে।

শ্লোগান - সর্বদা উৎসাহ - উদ্দীপনায় থাকা-ই হল ব্রাহ্মণ জীবনের প্রাণ ।